দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 23 SEP 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

শিক্ষাঙ্গন

মহিলাদের স্বতন্ত্র উচ্চ শিক্ষা

রাজধানীতে মহিলাদের জন্য পৃথক একটি বিশ্ববিদ্যালয় এবং একটি আবাসিক মহিলা আলিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার দাবী উঠেছে। মহিলাদের অন্যান্য দাবী-দাওয়ার তুলনায় এ দু'টি দাবী নিয়ে ততো বেশী চর্চা না হলেও এ নিয়ে সংবাদপত্রে বিভিন্ন সময় প্রবন্ধ ও চিঠিপত্র কম প্রকাশিত হয়নি। গত কিছু দিন আগেও বিভিন্ন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্রীদের একটি সংগঠন ইসলামী ছাত্রী সংস্থা পৃথক মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবী জানিয়ে সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়েছে।

পৃথক মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় ও আবাসিক মহিলা আলিম মাদ্রাসা স্থাপনের দাবী মুসলিম প্রধান বাংলাদেশে এতই যুক্তিসংগত ও জরুরী যে, তার সাথে দ্বিমত পোষণের কোন অবকাশই নেই বরং ৪৭ সালে ঔপনিবেশিক শাসনের অবসানের দীর্ঘ ৪০ বছর পরও এ ব্যাপারে সরকার ও সমাজের বিত্তবানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হচ্ছে—এটাই লজ্জার কথা।

আমাদের দেশের মহিলা সমাজ নানা কারণে যেমন তাদের বৈষয়িক বহু অধিকার থেকে বঞ্চিত, তেমনি তারা ধর্মীয় অনেক অধিকারের বেলায়ও বঞ্চনার শিকার। দেশে বিভিন্ন বিষয়ে উচ্চ শিক্ষার ব্যাবস্থা রয়েছে। নারীরা জীবনে সেই শুরুতেই গ্রাম বা শহরের মহল্লার মক্তবে কিছু সুরা-দোওয়া-দরূদ-মুনাজাত এবং বাগদাদী ও নূরানী কায়দা-আমপারা পড়ে কেউ হয়তো কোরআন মজিদের রীডিং পড়তে সক্ষম হয়, নয়তো ঐ পর্যন্ত পৌঁছেই তাদের ধর্মীয় শিক্ষার সমাপ্তি ঘটে।

এই অবস্থা এ দেশে চলে আসছে। ইদানীং দেশের বিভিন্ন এলাকায় ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের আকুল আগ্রহ ও সহযোগিতায় হাতেগণা কতিপয় প্রাথমিক স্তরের মহিলা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিছু কিছু মেয়ের মাদ্রাসা উচ্চ ধর্মীয় শিক্ষার কেন্দ্রীয় পরীক্ষাসমূহে অংশ নিতেও দেখা যায় বটে, তা দেশের জনসংখ্যা তথা ছাত্রীসংখ্যার তুলনায় নেহায়েতই স্বল্প। এসব মহিলা মাদ্রাসা সামান্য কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া অধিকাংশই অনাবাসিক; যেখানে যাতায়াত করে মেয়েদের জন্য লেখাপড়া করা খুবই অসুবিধাজনক। যে কয়টি মহিলা মাদ্রাসা আছে, তার মধ্যে স্বল্পসংখ্যকই সরকারী মঞ্জুরিপ্রাপ্ত। এসব মাদ্রাসা অর্থাভাবে সামনে অগ্রসর হতে পারছে না। খোদ রাজধানী ঢাকাসহ দেশের কোথাও কোন আবাসিক মহিলা আলিয়া মাদ্রাসা নেই। দশ কোটি মুসলিম প্রধান বাংলাদেশের জন্য এর চাইতে লজ্জাকর বিষয় আর কিছুই হতে পারে না।

রাজধানীতে আবাসিক মহিলা মাদ্রাসা এবং পৃথক মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা না করার পেছনে কোনো যুক্তিতো নেই-ই বরং এ দু'টি প্রতিষ্ঠান করার পিছনে রয়েছে হাজারো যুক্তি। আমাদের সমাজ একটি বিশেষতঃ জীবন বোধ ও জীবন চেতনার অধিকারী। এই জীবন বোধের স্বাভাবিক দাবীর ভিত্তিতেই মহিলাদের জন্য পৃথক বিশ্ববিদ্যালয় ও আবাসিক মহিলা আলিয়া মাদ্রাসা বহু আগেই প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত ছিল।

এছাড়া বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষার ছাত্রীসংখ্যা অতীতের তুলনায় অধিক হবার প্রেক্ষিতেও মহিলাদের জন্য পৃথক বিশ্ববিদ্যালয় অত্যাবশ্যক হয়ে দাঁড়িয়েছে। কয়েকটি মুসলিম দেশে পৃথক মহিলা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অতি সম্প্রতি আমাদের দেশে ইসলাম রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসেবে ঘোষিত হবার পর মহিলা শিক্ষার এ পৃথককরণ আরো যৌক্তিক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তাই রাজধানীতে একটি আবাসিক মহিলা আলিয়া মাদ্রাসা ও পৃথক একটি মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মতো বহু কাঙ্ক্ষিত জরুরী দু'টি মহৎ কাজ সরকারী উদ্যোগে হবে বলে আমরা প্রত্যাশা করি।

—মোজহারুল হক (বাবলু)